পাঁচ ধাপে সহজ
কুরআন শিক্ষা

১ম ধাপ অক্ষর পরিচিতি

২য় ধাপ মাখরাজ বা উচ্চারণ

৩য় ধাপ হারকাত বা স্বর চিহ্ন

৪র্থ ধাপ মাদ বা টেনে পড়া

৫ম ধাপ তাজবীদ বা পড়া সুন্দর করা

কেন কুরআন শিখবেন?

কুরআন শিক্ষা ফরজ। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া **নামাজ হয় না**। কুরআন **সত্যিকার বন্ধু**, কিয়ামতের দিন পাঠকারীর সাথে থাকবে, **সুপারিশ করবে** এমনকি তার সুপারিশ কবুল করা হবে।

mim19.com

শুরুর কথা

সহজ কুরআন শিক্ষা এ্যাপটি mim19.com এর পক্ষ থেকে যারা কুরআন পড়া শিখতে চান তাদের জন্য বানানো হয়েছে। এই এ্যাপে যে পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার বিষয়গুলো উপস্থাপন করা করা হয়েছে তা এখনো অসম্পূর্ণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াধীন, পদ্ধতিটিকে পূর্ণতা দানের জন্য এটি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। পদ্ধতিটির অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে এতে কোন নিয়মের সংজ্ঞা'র সাথে সাথে মূল কুরআন শরীফের আয়াতে তা কিভাবে আছে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যেন পাঠকারী সহজেই তা বুঝে নিতে পারেন।

যেহেতু এ্যাপটি এখনো উন্নয়ন প্রক্রিয়াধীন তাই নিয়মিত এর আপডেট চেক করুন যেন নতুন যা কিছু সংযোজন ও সংশোধন করা হচ্ছে তা আপনি পেতে পারেন। **কুরআন নিজে শিখুন এবং অন্যকে শিখতে সাহায্য করুন** কারণ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, **"মানুষের মধ্যে সর্বত্তোম ব্যক্তি হচ্ছে সেই, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শেখায়"**।

যে টাইপ থেকে উদাহরণ নেয়া হয়েছে ঃ

প্রথমেই যে বিষয়টা জানা দরকার তা হলো পৃথিবীর সব কুরআন মাজীদই এক কিন্তু কুরআন ছাপানো হয় বিভিন্ন ফন্ট বা টাইপে যেমন **নূরানী, হাফেজী, লৌক্ষ, সৌদি আরব টাইপ** ইত্যাদি, যেগুলোর মধ্যে নূরানী টাইপ ছাড়া অন্য সব গুলোই সাধারণ মানুষের জন্য পড়া কঠিন, তাই এখানে **নূরানী টাইপ থেকে উদাহরণ সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে**। নীচে সূরা বুরুজের **প্রথম দুটি আয়াত তিন টাইপের** ছাপানো কুরআন মাজীদ থেকে উদাহরণ স্বরুপ দেখানো হলো।

সৌদি আরবের **কুরআন** গুলো এরকম টাইপে ছাপানো হয়ে থাকে।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ

এটি **হাফেজী টাইপ**।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ

হাফেজ গণ
এই টাইপের কুরআন থেকে মুখস্ত করেন যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ১৫টি করে আয়াত থাকে।

এটি **নূরানী টাইপ**।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝٢

এই টাইপের কুরআন মাজীদের লিখাগুলো **খুব স্পষ্ট**। তাই এখানে নূরানী টাইপ থেকে উদাহরণ সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে যেন সাধারণ পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।

এই এ্যাপে উল্লেখিত উদাহরণগুলো যে কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে সেটি প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে এখানে দেখুন /কুরআন এ্যাপ ।

সহজ কুরআন শিক্ষা এ্যাপটিতে যেভাবে কুরআন পড়া শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ, ত্রুটি, অপূর্ণতা পেলে এবং কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হলে, অনুগ্রহ পূর্বক mim19@erth.biz ইমেইল ঠিকানায় তা অবহিত করুন।

১ম ধাপ অক্ষর পরিচিতি

ـا ا আলিফ	بـ ب বা	تـ ت তা	ثـ ث স্বা	جـ ج জিম
حـ ح হা	خـ خ খ	د দাল	ذ জ্বাল	ر ـر র
ز ـز ঝা	سـ س সিন	شـ ش শীন	صـ ص ষদ	ضـ ض দ্বদ
ط ত্ব	ظ জ্ব	عـ ع আঈন	غـ غ গঈন	فـ ف ফা
قـ ق ক্বফ	كـ ك কাফ	لـ ل লাম	مـ م মীম	نـ ن নুন
و ـو ওয়াও	هـ ه গোল হা	ء হামজা	يـ ي ইয়া	
لا লাম আলিফ	ـة গোল তা			

নীল'টি ছোট আর কালো'টি বড় হাতের অক্ষর। এগুলো ৪ নিয়মে বারবার পড়ুন। প্রথমে আলিফ থেকে বামে ইয়া পর্যন্ত, তারপর ইয়া থেকে ডানে আলিফ পর্যন্ত, এরপর আলিফ থেকে নীচের দিকে এবং শেষে ইয়া থেকে উপরের দিকে।

ذ ا ـا ق ـت ـض ـث ئ ى ؤ صـ ـشـ ـلـ ـن

خـ ـعـ ه ة ـبـ ـغـ ء ـيـ ـحـ ـفـ ـسـ ر ـم

د لا ـجـ ط ـكـ ز و

অক্ষরগুলো চেনার চেষ্টা করুন। যতক্ষণ দেখা মাত্র চিনতে না পারেন চেষ্টা করতে থাকুন। আঈন, গঈন, গোল 'তা' ও গোল 'হা' -কে নীচের রুপ গুলোতেও দেখা যেতে পারে।

ـةٓ ةٓ — ২টিই গোল তা
ـه ـهـ — ২টিই গোল হা
ـعـ — আঈ'ন
ـغـ — গঈন

আলিফ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় যেমন,

১) আলিফ ও লামকে একই রকম মনে হতে পারে। এই শব্দ ৩টির فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ লাল রং চিহ্নিত অংশ গুলো লক্ষ্য করুন, একটিতে ডানে বামে দু'দিকেই টান আছে, একটিতে শুধু বামে টান এবং আরেকটিতে শুধু ডানে টান আছে। এখন মনে রাখতে হবে আলিফের নীচে সব সময় ডান দিকে টান থাকবে, বামে বা উভয় দিকে টান থাকলে সেটি লাম।

২) আলিফকে হামজা বলা হয়: শুধু খালি আলিফকে আলিফ বলা হয়, কিন্তু আলিফে যের, যাবার, পেশ, সাকিন ও তাশদীদ থাকলে আলিফকে হামজা বলা হয়। তাহলে হামজার চেহারা দুই রকম একটি গোল হামজা ء আর অন্যটি লম্বা ا হামজা।

৩) হামযা সিফাতে শাদীদাহ: হামযা সাকিন এর উচ্চারণ শক্ত ভাবে বন্ধ করতে হবে যেমন مَأْ মীম হামযা যাবার মাত্ বলে একটু ঝোঁক দিয়ে থেমে যেতে হবে। আরো ভালভাবে বোঝার জন্য নীচের আয়াত দুটি'র লাল অংশ গুলো মনযোগ সহকারে শুনুন।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝٥
ফিসসামা----অ্
দম ছাড়ার সময় যেরকম পড়তে হবে।

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝٤١
মাত্
দম না ছেড়ে পড়া অব্যাহত রাখার সময় যেরকম পড়তে হবে।

প্লে বাটনে চাপ দিলে ব্রাউজারে quran.com সাইটটি লোড হবে। সেখানে অডিওটি শুনে ব্যাক বাটনে চাপ দিন।
গুরুত্বপূর্ণ: quran.com এ সৌদী আরব টাইপ কুরআন ব্যবহার করা হয়েছে, পরবর্তীতে আমরা সৌদী টাইপ ও নূরানী টাইপের পার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করব ইনশা'আল্লহ।

গোল 'তা' — গোল 'তা' কখন গোল 'হা' হয়

গোল 'তা' এ দম ফেললে 'তা' -কে 'হা' সাকিন পড়তে হয়, যেমন رَاضِيَةً শব্দটির উচ্চারণ 'র-দ্বিয়াতা' কিন্তু এখানে দম ফেললে 'গোল তা' এর স্থলে 'হা' সাকিন ধরে পড়তে হবে رَاضِيَهْ 'র-দ্বিয়াহ্'। দম না ফেললে 'তা' -ই পড়তে হতো।

نীল অক্ষরটি দম না ফেলার জন্য 'তা' পড়া হয়েছে আর লাল অক্ষর গুলো দম ফেলার জন্য 'হা' পড়া হয়েছে।

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣
(১) আল ক্ব-রিআ'তু (২) মাল ক্ব-রিআ'হ্ অমা---আদ্ র-কা (৩) মালক্ব-রিআ'হ্

পাশের আয়াতটি শুনুন, নীল 'তা' এ দম না ফেলার কারণে, 'তা' ই পড়া হয়েছে, আর লাল 'তা' এ দম ফেলার কারণে, 'হা' সাকিন পড়া হয়েছে। উল্লেখ্য: কেন লাল 'তা' এর যের'কে সাকিন পড়া হলো, এ ব্যাপারে জানতে ৩য় ধাপে 'আরজি সাকিন' দেখুন। আর সব শেষের ছোট একটি সবুজ 'নুন' কে 'নুনে কুতনী' বলা হয় যা আসলে দুই যেরের এক যেরকে দৃশ্যমান নুন হিসাবে দেখানো হয়েছে, অর্থাৎ লাল 'তা' এর নীচে দুই যের দিলে সবুজ নুন আর দেখা যেত না।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝١
হুমাযাতিললুমাযাহ্

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) আলিফকে কখন হামযা বলা হয়?
২) গোল 'তা' কখন গোল 'হা' হিসাবে পড়তে হয়?

৩) পাশের রঙ্গীন অংশে লাম ও আলিফ এক সঙ্গে আছে, লাল ও নীলের কোনটি কোন অক্ষর?
لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١

৪) পাশের আয়াতটির লাল অক্ষরগুলো সনাক্ত করুন।
وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ط

৫) পাশের আয়াতটির সবুজ অক্ষরগুলো সনাক্ত করুন।
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৬) পাশের আয়াতটির নীল অক্ষরগুলো সনাক্ত করুন।
قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۝

৭) পাশের আয়াতটির কমলা অক্ষরগুলো সনাক্ত করুন।
اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

EXAM
পরীক্ষা-১
১ম ধাপ থেকে কতটুকু শিখেছেন পরীক্ষাটি দিয়ে তা যাচাই করুন।

২য় ধাপ মাখরাজ পরিচিতি

মাখরাজ বলা হয় আরবী অক্ষরগুলো **মুখ ও গলা'র যেসব স্থান থেকে উচ্চারিত হয়** সেসব স্থানকে। ২৯টি অক্ষর উচ্চারিত হয় গলা'র **১৭টি** স্থান থেকে। প্রত্যেকটি অক্ষর নিজস্ব স্বকীয়তা অনুযায়ী উচ্চারিত হয়, এক অক্ষরের উচ্চারণ আরেক অক্ষরের মতো হয়ে গেলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে। এখানে ১৭টি মাখরাজ বিস্তারিত আলোচনা না করে, **যেসব অক্ষর পরস্পরের সাথে মিশে যেতে চাই** সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

মাখরাজ কাকে বলে?
মাখরাজ কত প্রকার ও কি কি? এবং
কোন অক্ষর কোথা থেকে উচ্চারিত হয়
বিস্তারিত জানার জানার জন্যে এই ওয়েব লিংকে দেখুন।

ا ও ع এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

ا ও ع 'আ' এর মতো মনে হয়।

ا **আলিফ বা হামজা'র** উচ্চারণ গলার মধ্যখান থেকে মুখ হা করে বলতে হবে 'আ' ব্যথা পেলে স্বাভাবিক ভাবে মুখ থেকে যেভাবে 'আ' বেরিয়ে আসে,

হামযা'র উচ্চারণ গুলো অভস্থ্য করুন	إِنَّ ইন্-না	أٰمَنُوْ আ-মানু-	إِلَّا ইল্লা-

ع **আ'ঈন** মুখ সম্পুর্ণ হা না করে গলা বা কণ্ঠ নালীর উপর থেকে গলা একটু চিপে গড়গড়ার মত শব্দ করে উচ্চারণ করতে হবে 'আ'ঈন'।

আ'ঈনের উচ্চারণ গুলো অভস্থ্য করুন	مَبْعُوْثُوْنَ মাব্‌উ'-স্থু-ন	عَمِلُوْ আ'মিলু-	وَالْعَصْرِ অল আ'ষর

অডিওতে আ'ঈন ও হামযা'র উচ্চারণ পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন।

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣

আ'অ্‌বুদ — আ'বিদু-না — আং-তুম

ث ص ش ও س এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো 'স' এর মতো মনে হয়, যার ফলে পড়ার সময় সঠিক নিয়মে উচ্চারণ না করলে কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে এটাই সব থেকে বড় ভুল বিবেচিত হয় যে এক অক্ষরের উচ্চারণ আরেক অক্ষরের মত হয়ে গেল।

ث **স্বা** উচ্চারণ করার জন্য পাশের চিত্রের মতো জিহ্বা একটু বের করে উপরের আর নীচের দাঁত দিয়ে হাল্কা ভাবে চেপে ধরে বলুন **'স্বা'**।

ص **ষদ** মোটা করে শীষ বাজানোর মতো ঠোঁট গোল করে, একটু শীষের মতো শব্দ সহ উচ্চারণ করুন **'ষদ'**।

ش **শীন** **'শ'** এর মতো শ শ শব্দ করে উচ্চারণ করুন শীন।

س **সিন** উচ্চারণে পাতলা ভাবে শীষ দেয়ার মতো বাতাস বের করে 'স' মিশ্রিত উচ্চারণ করুন **'সিন'**।

ظ ز ذ ও ج এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো **'জ'** এর মতো মনে হয়। নীচে এগুলোর উচ্চারণের পার্থক্য গুলো লক্ষ্য করুন।

ظ **জ্ব** জিহ্বার আগা পাশের চিত্রের মতো সামনের বড় দাঁত গুলোর পিছনে লাগিয়ে ঐ অবস্থায় উচ্চারণ করুন **'জ্ব'**।

ز **ঝা** জিহ্বার আগা নীচের সামনের দুই দাঁতের সাথে লাগিয়ে ষ মিশ্রিত শীষ দেয়ার মতো বাতাস বের করে উচ্চারণ করতে হবে **'যা'**।

ذ **জ্বাল** পাশের চিত্রের মতো জিহ্বার আগা একটু বের করে উপরের আর নীচের দাঁত দিয়ে হাল্কা ভাবে চেপে ধরে নরম ভাবে উচ্চারণ করতে হবে **'জ্বাল'**।

ج **জিম** স্পষ্ট ভাবে বাংলায় উচ্চারিত **'জ'** এর মতো করে উচ্চারণ করতে হবে।

ض ও د এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো **'দ'** এর মতো মনে হয়।

ض **দ্বদ** জিহ্বার আগা উপরের পাটির দাঁতের বাম পাশে চেপে ধরে উচ্চারণ করতে হবে আর

د **দাল** সরাসরি বাংলা **'দ'** এর মতো করে উচ্চারণ করতে হবে।

ط ও ت এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো **'ত'** এর মতো মনে হয়।

ط **ত্ব** জিহ্বার আগা উপরের পাটির দাঁতের বাম পাশে চেপে ধরে, আর

ت **তা** সরাসরি বাংলা **'ত'** এর মতো করে উচ্চারণ করতে হবে।

ح ও ه এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো **'হ'** এর মতো মনে হয়।

ح **হা** কণ্ঠনালীর উপরের অংশ থেকে, শীতের দিনে মুখ থেকে ইচ্ছাকৃত ভাপ বের করলে যে রকম শব্দ হয় সেভাবে উচ্চারণ করতে হবে **'হা'**।

ه **গোল হা** সরাসরি বাংলা **'হ'** এর মতো উচ্চারণ করতে হবে।

অডিওতে 'হা' ও গোল 'হা'র উচ্চারণ পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

ইন্নাহু- — অসতাগফিরহু — বিহামদি — ফাসাব্বিহ

ق ও ك এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

অক্ষর গুলোর উচ্চারণ **'ক'** এর মতো মনে হয়।

ق **ক্বফ** জিহ্বার গোড়া থেকে একটু মোটা করে উচ্চারণ করতে হবে **'ক্ব'**।

ক্বফ এর উচ্চারণ গুলো অভস্থ্য করুন	الْقِيٰمَةِ ক্বিয়ামাহ	الْقَمَرُ ক্বমার	قُلْ ক্বুল

ك **কাফ** এর উচ্চারণ সরাসরি বাংলা **'ক'** এর মতো।

কাফ এর উচ্চারণ গুলো অভস্থ্য করুন	اُولٰٓئِكَ উলা-ইকা	كَفُوْرًا কাফু-র-	كَذَّبَ কাজ্জ্বাবা

অডিওতে ক্বফ ও কাফ-এর উচ্চারণ পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝٤

কাবাদ্ — খলাক্বনাল — লাক্বদ্

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) ص **ষদ** আর **সিন** এর উচ্চারণে কিভাবে পার্থক্য করতে হবে?
২) ذ **জ্বাল** আর ظ **জ্ব** এর উচ্চারণে কিভাবে পার্থক্য করতে হবে?
৩) ح **হা** গলার কোন অংশ থেকে উচ্চারণ করতে হবে?
৪) ا **আলিফ** এবং ع **আ'ঈন** কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে?
৫) ق **ক্বফ** জিহবার কোথা থেকে উচ্চারিত হবে?

EXAM **পরীক্ষা-২**
২য় ধাপ থেকে কতটুকু শিখেছেন পরীক্ষাটি দিয়ে তা যাচাই করুন।

৩য় ধাপ শব্দ গঠনে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহ

আরবী শব্দ গঠন করতে **যের**, **যাবার** ও **পেশ**'সহ যেসব চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয়, ৩য় ধাপে সেসব চিহ্নসমূহের পরিচিতিমূলক আলোচনা করা হলো।

হারকাত — সংজ্ঞা ও ব্যবহার

যের, **যাবার** ও **পেশ**-কে হারকাত বলা হয়। **হারকাত** এর কাজ বাংলা 'আ' কার 'ও' কার এবং 'ই' কার এর মতো।

যাবার ـَ মানে আ'কার (া) সর্বদা অক্ষরের উপরে থাকে।
পেশ ـُ মানে হ্রস্ব উ'কার (ু) সর্বদা অক্ষরের উপরে থাকে।
যের ـِ মানে হ্রস্ব ই'কার (ি) সর্বদা অক্ষরের নীচে থাকে।

উদাহরণ স্বরুপ ب অক্ষরে যাবার দিলে উচ্চারণ হবে بَ 'বা', যের দিলে উচ্চারণ হবে بِ 'বি' এবং পেশ দিলে উচ্চারণ হবে بُ 'বু'। এভাবে হারকাত অক্ষরগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে **একটি নতুন উচ্চারণ** গঠন করে। এই নতুন উচ্চারণ গঠন করাই **হারকাতের** কাজ।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ

ر	بُ	قُ	فِ	مَا	رَ	ثِ	بُ	ذَا	إِ	مُ	لَ	يَ	لَا	فَ	أَ
র যের রি	বা পেশ বু	ক্বফ পেশ ক্বু	ফা যের ফি	মীম যাবার মা	র যাবার র	স্বা যের স্বি	বা পেশ বু	জ্বাল যাবার জ্বা	হামজা যের ই	মীম পেশ মু	লাম যাবার লা	ইয়া যাবার ইয়া	লাম যাবার লা	ফা যাবার ফা	হামজা যাবার আ

যের, যাবার ও পেশের ব্যবহার বোঝার চেষ্টা করুন

পাশের **সাদৃশ্য মূলক** উচ্চারণ

اَ	وَ	عَ	يَـ	اُ	وُ	عُ	يُـ	اِ	وِ	عِ	يِـ
আ	অ	আ'	ইয়া	উ	উ	উ'	ইউ	ই	ঈ	ঈ'	য়ি

গুলো লক্ষ্য করুন, খেয়াল রাখতে হবে যেন **অক্ষর অনুযায়ী** প্রতিটির উচ্চারণ **ভিন্ন রকম** হয়। নীচে এগুলো উচ্চারণের নিয়ম দেয়া হলো।

اَ اُ اِ — আ উ ই
উচ্চারণের নিয়ম ঃ মুখ স্বাভাবিক ভাবে গলার মধ্যখান থেকে বলতে হবে **আ, উ, ই**।

وَ وُ وِ — অ উ ঈ
উচ্চারণের নিয়ম ঃ 'ব' উচ্চারণ করতে দুই ঠোঁট পরস্পরের সাথে লাগে, **কিন্তু দুই ঠোঁট না ঠেকিয়ে বলুন** ব, বু, বি, দুই ঠোঁট পরস্পরের সাথে না ঠেকে থাকলে, সেটাই 'ওয়াও' এর সঠিক উচ্চারণ।

عَ عُ عِ — আ' উ' ঈ'
উচ্চারণের নিয়ম ঃ পানি ছাড়া **একবার গড়গড়ার মতো শব্দ করার** পরপরই বলুন 'ইন। এভাবেই **গড়গড়া'র স্থান** থেকে উচ্চারণ করতে হবে **আ' উ' ঈ'**।

يَـ يُـ يِـ — ইয়া ইউ য়ি
উচ্চারণের নিয়ম ঃ **হামজা'র সাথে ইয়া'র** উচ্চারণে পার্থক্য এই যে, হামজা গলার মধ্য খান থেকে আর **ইয়া জিহ্বার মধ্যখান** থেকে উচ্চারিত হয়। **ইয়া যাবার 'ইয়া'**, **ইয়া পেশ 'ইউ'** এবং **ইয়া যের 'য়ি'**, উচ্চারণের সময় খেয়াল রাখুন **জিহ্বার মধ্যখান** সক্রিয় হচ্ছে।

সাকিন — সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাকিন ـْ এর কাজ **হসন্তের** (্) মতো। **সাকিন** এক অক্ষরকে আরেক অক্ষরের সাথে যুক্ত করে। যেমন এই قَدْ শব্দটিতে নীল 'ক্বফ' কে লাল সাকিন দিয়ে কালো **দালে'র** সাথে যুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়েছে ক্বদ্। এভাবেই সাকিন **দুটি অক্ষরকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে**। বিভিন্ন টাইপ কুরআনে **সাকিন** দেখতে ভিন্ন রকম হতে পারে।

ডান পাশে ৪ রকম **সাকিন** দেখানো হলো। আমরা উদাহরনে নূরানী টাইপ ব্যবহার করেছি। চেহারা যাই হোক সব সাকিনের কাজ একই।

^	ـْ	°	ـْ
নূরানী টাইপ	সৌদী আরব টাইপ	UTF যা ওয়েব পেজে ব্যবহৃত	ইন্দো-পাক টাইপ

সাকিনের উদাহরণ

নীচে লক্ষ্য করুন **লাল** সাকিন কিভাবে **নীল** ও **কালো** অক্ষর-গুলোকে যুক্ত করছে।

اَنْ	اَمْ	اَوْ	اَيْ	اَعْ
আ মিলবে **নুনের** সাথে = আন্	আ মিলবে **মীমের** সাথে = আম্	আ মিলবে **অয়াও'র** সাথে = আও	আ মিলবে **ইয়া'র** সাথে = আই	আ মিলবে **আঈ'নের** সাথে = আঅ্'

কুরআনে সাকিনের ব্যবহার

নীচের আয়াতটিতে বোঝার চেষ্টা করুন, **লাল** সাকিন কিভাবে **নীল** অক্ষরগুলোকে **কালো** অক্ষরগুলোর সাথে যুক্ত করে শব্দ গঠন করছে।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢

قَدْ	مُوْ	فَالْ	ضَبْ	وَالْ
ক্ব মিলবে **দাল** এর সাথে = ক্বদ্	মু মিলবে **ওয়াও** এর সাথে = মু-	ফা মিলবে **লাম** এর সাথে = ফাল্	দ্ব মিলবে **বা** এর সাথে = দ্বব্	ওয়া মিলবে **লামে'র** সাথে = ওয়াল্

সাকিন দু'রকম ভাবে আয়াতের মধ্যে আসে একটি **দৃশ্যমান অবস্থায়** যা প্রকাশ্যে দেখা যায় ও **আরেকটি অদৃশ্য অবস্থায়** যা শর্ত সাপেক্ষে কল্পনা করে নিতে হয়। নীচে উভয় সাকিন উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো।

১) দৃশ্যমান সাকিন:
যে সাকিন আয়াতের মধ্যে **প্রকাশ্যে দৃশ্যমান** অবস্থায় থাকে সেটাই দৃশ্যমান সাকিন, যেমন قَدْ শব্দটিতে **দালে'র** উপর প্রকাশ্যে একটি সাকিন দেখা যাচ্ছে, **এটাই দৃশ্যমান সাকিন**।

২) অদৃশ্য বা আরজি সাকিন:
দম ফেলা বা থামার স্থানে যদি যের, যাবার, পেশ, দুই যের, দুই পেশ ও 'গোল হা'-এ খাড়া যের ও উল্টা পেশ থাকে তাহলে এগুলো না পড়ে **এগুলোর স্থানে একটি সাকিন ধরে নিয়ে** পড়তে হয়, এই **ধরে নেয়া সাকিনকেই আরজি সাকিন** বা অদৃশ্য বা কাল্পনিক সাকিন বলা হয়। যেমন نَسْتَعِيْنُ শব্দটির শেষ অক্ষরে পেশ আছে তাই এখানে দম ফেললে শব্দটির উচ্চারণ **নাস্তাঈ-নু** না হয়ে **লাল** পেশের স্থানে একটি সাকিন কল্পনা করে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে نَسْتَعِيْنْ **নাস্তাঈ--ন্**। এটাকেই **আরজি** বা মনে মনে ধরা বা অদৃশ্য সাকিন বলা হয়।

ـِ	ـٍ	ـُ	ـٌ	ـَ	ـهٖ	ـهٗ
যের	দুই যের	পেশ	দুই পেশ	যাবার	হা'এ খাড়া যের	হা'এ উল্টা পেশ

শুধু **দুই যাবার** ও **মাদ** ছাড়া এগুলোর স্থানে দম ফেললে বা থামলে **আরজি সাকিন** করতে হবে।

ব্যতিক্রম: শেষ অক্ষরে **দুই যাবার** ও **মাদ** থাকলে আরজি সাকিন হয় না।

আরজি সাকিনের উদাহরণ

লাল স্থানগুলোতে আরজি সাকিন করতে হবে

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ اِلَّا بِـاِذْنِهٖ

নীল স্থানগুলোতে আরজি সাকিন না করে যা আছে তা'ই পড়তে হবে কারণ এগুলো **মাদ**।

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۝٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٣

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

আরজি সাকিন আরো ভাল ভাবে বোঝার জন্যে নীচে **সূরা ফাতিহা**'র আয়াত ৩টির **লাল** অংশ গুলো লক্ষ্য করুন এবং অডিও দুটি মনোযোগ সহকারে শুনুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

দম ছাড়লে যেভাবে আরজি সাকিন করে পড়তে হবে:
১) আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল আ'-লামি---ন। ২) আর রহমা-নির রহি---ম। ৩) মা-লিকি ইয়াও মিদ্দি---ন।

দম না ছাড়লে যেভাবে পড়তে হবে:
১) আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল আ'-লামি-না ২) রহমা-নির রহি-মি ৩) মা-লিকি ইয়াও মিদ্দি-নি....

উল্লেখ্য যে, রসুলুল্লাহ (সা:) থেমে থেমে কুরআন পড়তেন বিশেষ করে সূরা ফাতিহা আরজি সাকিন করে পড়তেন।
—সুনান ইবনে মাজা ২৯২৭

তানবীন — সংজ্ঞা ও উদাহরণ

দুই যাবার ـً **দুই পেশ** ـٌ ও **দুই যের**'কে ـٍ **তানবীন** বলা হয়।

যাবার ـَ + نْ = ـً
পেশ ـُ + نْ = ـٌ
যের ـِ + نْ = ـٍ

তানবীনের ভিতরে نْ **নুন সাকিন লুকায়িত** থাকে। অর্থাৎ দুই যাবার, দুই যের ও দুই পেশের **প্রথমটি হারকাত** (যাবার, যের, পেশ) আর **দ্বিতীয়টি** نْ **নুন সাকিন**।

নীল চিহ্নিতগুলো **হারকাত** আর **লাল** চিহ্নিতগুলো **নুন সাকিন**। **লক্ষ্য করুন মীমে'র** উপর দুই যাবার আর মীম যাবারে'র বাম পাশে নুন সাকিনের উচ্চারণ একই।

مٍ	مِنْ	مٌ	مُنْ	مً	مَنْ
মিন্	মিন্	মুন্	মুন্	মান্	মান্

পাশের আয়াতটিতে দেখুন নীল চিহ্নিত তানবীনের **লুকায়িত নুন সাকিনের উচ্চারণ** কিভাবে হচ্ছে। **লাল** তানবীনে আরজি সাকিন করা হয়েছে এবং **গোল তা'**এ দম ফেলার নিয়ম মেনে বাংলা উচ্চারণ লিখা হয়েছে।

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝

ইজ্বান্ — কার্‌রতুন্ — খ-সিরহ্

[**দ্রঃ** দুই যের ও দুই পেশে থামলে বা দম ফেললে **সেই স্থানে আরজি সাকিন** করতে হবে, সেক্ষেত্রে **তানবীনের নুন সাকিনের** আর উচ্চারণ হবে না, উপরে **লাল** তানবীনে যা করা হয়েছে।]

দম ফেলার স্থানে দুই যাবার থাকলে

থামার বা দম ফেলার স্থানে **দুই যাবার** থাকলে **দুই পেশ ও দুই যেরের মতো** আরজি সাকিন করা যাবে না।

وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۝٣٤

অ কাঅ্ সান্ দিহা-ক্ব-

দুই যাবারে দম ফেললে এক আলিফ মাদ করে দম ফেলতে হবে, **একে মাদে এওয়াজ বলে** (৪র্থ ধাপে আলোচিত)। তবে দম না ফেললে **তানবীনের নুন সাকিন** পড়ে যেতে হবে। উপরের আয়াতে **নীল স্থানে** দম না ফেলে নুন সাকিন পড়ে যাওয়া হয়েছে আর **লাল স্থানে** দম ফেলার কারণে এক আলিফ মাদে এওয়াজ করা হয়েছে।

তাশদীদ — বা যুক্ত অক্ষর এর ব্যবহার ও উদাহরণ

তাশদীদ ـّ **একই অক্ষরকে দুবার ও এক শব্দকে আরেক শব্দের সাথে যুক্ত করতে** ব্যবহৃত হয় যেমন, নীচে দেখুন মুলকু ও সামাওয়াতি নামে দুটি শব্দ আছে।

السَّمٰوٰتِ — সামাওয়াতি; مُلْكُ — মুলকু

এখন শব্দ দুটিকে যুক্ত করার জন্যে **সামাওয়াতি**'র ســ **সিন** এর উপর একটি ـّ **তাশদীদ** দেয়া হলো مُلْكُ السَّمٰوٰتِ যার ফলে তাশদীদ **সিন**'কে ডাবল অক্ষর করে দিয়ে যুক্ত উচ্চারণ করালো **মুলকুস্‌সামাওয়াতি**। **এটাই তাশদীদের কাজ**।
একই শব্দের কোন অক্ষরে **তাশদীদ** থাকলে **অক্ষরটি দুইবার উচ্চারিত হবে**, আবার দুই শব্দের ২য়টির ১ম অক্ষরে **তাশদীদ** থাকলে **১ম ও ২য় শব্দ দুটি যুক্তভাবে** উচ্চারণ করতে হবে। বিষয়টি আরো ভালভাবে বোঝার জন্যে নীচের উদাহরণগুলো মনোযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করুন।

একই শব্দে তাশদীদের ব্যবহার

اَنَّ	اَمَّ	اَوَّ	اَيُّ	اَعَّ
আ মিলবে নুনের সাথে = আন্ আবার নুন যাবার না = আন্-না	আ মিলবে মীমের সাথে = আম্ আবার মীম যাবার মা = আম্-মা	আ মিলবে ওয়াও এর সাথে = আও আবার ওয়াও যাবার ওয়া = আওওয়া	আ মিলবে ইয়া'র সাথে = আই আবার ইয়া পেশ ইউ = আইইউ	আ মিলবে আঈ'নের সাথে = আঅ্' আবার আঈন যাবার আ' = আঅ্আ'

উপরে তাশদীদের ব্যবহারগুলো মনযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করুন, কিভাবে **হলুদ তাশদীদ নীল** অক্ষরকে **লাল** অক্ষরের সাথে যুক্ত করে আবার **নীল** অক্ষরকে পুনরায় উচ্চারণ করাচ্ছে।

পরপর ১/২/৩ শব্দে তাশদীদের ব্যবহার

লক্ষ্য করুন তাশদীদ কিভাবে **নীল** অক্ষরকে **বেগুনী** অক্ষরের সাথে যুক্ত করে আবার **বেগুনী** অক্ষরকে ২য় বার উচ্চারণ করাচ্ছে।

اَنْ يُّؤْمِنُوْا	تَتَّقُوْنَ	لَعَلَّكُمْ	اِلَّا
আইঁ-ইউঅ্মিনু-	তাত্তাক্বু-ন	লাআ'ল্লাকুম	ইল্লা-

(^ সাকিনের পর তাশদীদ থাকলে সাকিন পড়া যাবে না)

পরপর দুই অক্ষরে তাশদীদের ব্যবহার লক্ষ্য করুন। প্রথমে **নীল** অক্ষর মিলবে **বেগুনী** অক্ষরের সাথে, পরে আবার একই **বেগুনী** অক্ষরটি মিলবে **সবুজ** অক্ষরের সাথে।

بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ	اِنَّ الَّذِيْنَ	اِنَّ اللّٰهَ
তি মিলবে মীমের সাথে আর মীম মিলবে মীমের সাথে = তিম্-মিম্-মিসলিহ	ই মিলবে নুনের সাথে আর নুন মিলবে লামের সাথে = ইন্-নাল্লাজ্বি-না	ই মিলবে নুনের সাথে আর নুন মিলবে লামের সাথে = ইন্-নাল্‌ল-হা

পরপর তিন অক্ষরে তাশদীদের ব্যবহার লক্ষ্য করুন। প্রথমে **নীল** অক্ষর মিলবে **বেগুনী** অক্ষরের সাথে, পরে আবার একই **বেগুনী** অক্ষরটি মিলবে **সবুজ** অক্ষরের সাথে, পরে আবার একই **সবুজ** অক্ষরটি মিলবে **কমলা** অক্ষরের সাথে।

ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ

রি মিলবে মীমের সাথে
আবার মীম মিলবে র এর সাথে
আবার র মিলবে বা এর সাথে
= জ্বিক্‌রিম্-মির্‌রব্বিহিম

(দ্রঃ মীম ও নুনের উপর তাশদীদ থাকলে যেহেতু গুন্নাহ ওয়াজিব হয়, তাই এখানে 'রিমঁ-' বলে গুন্নাহ করে 'মির্‌রব্বিহিম' বলতে হবে।)

তাশদীদের আগের অক্ষরে যদি ^ সাকিন থাকে, প্রকাশ্য হোক অথবা তানবীনের অপ্রকাশ্য নুন সাকিন نْ হোক তাহলে **সাকিন অক্ষর না পড়ে** শুধু তাশদীদ অক্ষর পড়তে হবে।

يَأْتِيْهِمْ مِّنْ	رِزْقًا لَّكُمْ
কমলা চিহ্নিত প্রকাশ্য সাকিন না পড়ে সরাসরি হি মিলবে মিমের সাথে	**কমলা** চিহ্নিত তানবীনের নুন সাকিন না পড়ে সরাসরি ক্ব যাবার ক্ব মিলবে লামের সাথে

পাশে দু'টি আয়াতের অংশ বিশেষ দেয়া আছে, ১ম আয়াতে তানবীনের নুন সাকিন **কমলা** রং দিয়ে বোঝানো আছে আর ২য় আয়াতে পর পর ৪ অক্ষরে তাশদীদ সহ মোট ৫টি তাশদীদ আছে। নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করুন।

ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۝

ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) **হারকাত** কাকে বলে?
২) **'যের'** অক্ষরের উপর নীচের কোন অংশে থাকে?
৩) **'পেশ'** অক্ষরের উপর নীচের কোন অংশে থাকে?
৪) অক্ষরে **আ'**কার দিতে কোন হারকাত ব্যবহার করা হয়?
৫) **সাকিন** এর কাজ কি? **আরজি সাকিন** কাকে বলে?
৬) **তাশদীদ** কাকে বলে? সাকিন অক্ষরের পরে তাশদীদের নিয়ম কি?
৭) **তানবীন** কাকে বলে? তানবীনের ভিতর কোনটি নুন সাকিন?

EXAM **পরীক্ষা-৩**
৩য় ধাপ থেকে কতটুকু শিখেছেন পরীক্ষাটি দিয়ে তা যাচাই করে নিন।

৪র্থ ধাপ মাদ পরিচিতি

মাদ অর্থ লম্বা করে টেনে পড়া যেমন 'আমিন' শব্দটি যদি 'আ-মি-ন' পড়া হয় তাহলে এটি মাদ করা হলো। একটি আলিফ অক্ষর উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ টেনে পড়লে ১ আলিফ মাদ করা হলো। এভাবে ২, ৩ ও সর্বোচ্চ ৪ আলিফের সময় পর্যন্ত টেনে পড়া হয়। মাদের জন্য নির্ধারিত স্থানেই মাদ করতে হয়। **২,৩ ও ৪ আলিফের স্থানেও এক আলিফের সমান মাদ করা যায়, কিন্তু এক আলিফও মাদ না করলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে**। যেমন 'আছে' একটি শব্দ, এখন বলা হলো '**আছে?**' লক্ষ্য করুন, 'আছে' শব্দটিতে শুধু প্রশ্ন বোধক আবেগ যোগ করার কারণে '**থাকা**' কোন কিছু আছে কি নাই প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে গেল! আরবী ভাষায় মাদ এরকমই ভাববোধ পরিবর্তনের কাজ করে। সুতরাং **মাদের স্থানে মাদ না করলে খুব বড় ভুল হয়ে যেতে পারে**।

মাদ কাকে বলে? এবং
মাদ কত প্রকার ও কি কি?
বিস্তারিত জানার জানার জন্যে এই ওয়েব লিংকে দেখুন।

মাদে আসলী — বা আসল মাদ ও এর অনুশীলন

মাদের হরফ ৩টি ا و এবং ي (আলিফ, ওয়াও, ইয়া)। মাদে আসলী ৬ রকম চেহারায় আয়াতের মধ্যে থাকে, নীচে উল্লেখিত মাদে আসলীর চেহারা গুলো ভাল ভাবে চিনে নিন কারণ প্রায় প্রতিটি আয়াতের ভিতর এক বা একাধিক মাদে আসলী থাকে।

যাবারে'র বামে খালি আলিফ مَا অথবা ـَا খাড়া যাবার
পেশে'র বামে ওয়াও সাকিন مُوْ অথবা ـُوْ উল্টা পেশ
যেরে'র বামে ইয়া সাকিন مِيْ অথবা ـِيْ খাড়া যের

যখন উপরোক্ত চেহারা গুলো আয়াতের ভিতর থাকবে তখন সে গুলো **এক আলিফ পরিমান টেনে পড়তে হবে, একেই মাদে আসলী বা আসল মাদ বলা হয়**।

উদাহরণ স্বরুপ এই শব্দটির صِرٰطَ الَّذِيْنَ সাধারণ উচ্চারণ 'ষদিক্বিন' কিন্তু ২টি মাদের (খাড়া যাবার ও যেরের বামে ইয়া সাকিন) কারণে এর উচ্চারণ হবে '**ষ-দিক্বি-ন**'।

নীচের আয়াতটিতে **লাল** চিহ্নিত মাদে আসলীর ব্যবহার লক্ষ্য করুন, **দেখুন** যাবারের বামে খালি আলিফ, পেশের বামে অয়াও সাকিন, যেরের বামে ইয়া সাকিন অথবা, যাবার ও যের খাড়া এবং পেশ উল্টা ভাবে আছে কিনা, থাকলেই সেসব স্থানে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে।

অডিওতে তিলাওয়াতকারী এক আলিফের যে পরিমাণ মাদ করেছেন, অনুশীলনের সময় তা থেকে একটু বেশি করুন। **আনুপাতিক হারে মাদ কমা বাড়া করা যায়**, যেমন, এক আলিফের মাদ যদি ১ সেকেন্ড করা হয়, তাহলে ২ আলিফের মাদ ২ সেকেন্ড, আবার ১ আলিফের মাদ যদি ২ সেকেন্ড করা হয়, তাহলে দুই আলিফের মাদ ৪ সেকেন্ড করা উচিৎ। **গুরুত্বপূর্ণ:** এক আলিফের মাদ যেহেতু প্রায় সব আয়াতেই একাধিক পরিমাণ আছে **তাই মাদ ২/৩ সেকেন্ড দীর্ঘ করুন** এবং **এসময়ে বাম পাশের শব্দগুলো কি আছে দেখে নিন**, পড়া সুন্দর, বাঁধাহীন ও সাচ্ছন্দ্য করার জন্য এটি একটি জনপ্রিয় কৌশল।

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ
فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

পাশের আয়াতটিতেও ১০টি মাদে আসলী আছে, নিজেই সেগুলো সনাক্ত করুন

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

মাদে আসলীর একটি ব্যতিক্রম

যাবারের বামে খালি আলিফে আনা

وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

যদি কোন **গোল** বা **শূণ্য চিহ্ন** (লাল চিহ্নটি লক্ষ্য করুন) থাকে তাহলে সেখানে মাদ করা যাবে না। একে আলিফ জাইদা বলে আর গোল চিহ্ন দিয়ে সেটি উচ্চারণ না করতে নির্দেশ করা হয়েছে।

মাদে এওয়াজ — দুই যাবারে মাদ ও এর উদাহরণ

দম ফেলার স্থানে **দুই যাবার** থাকলে ১ আলিফ টেনে দম ফেলতে হবে যেমন حَسَنًا শব্দটিতে দম ফেললে হাসানা- বলে ১ আলিফ টানতে হবে, **এটাই মাদে এওয়াজ**। আর দুই যাবারে দম না ফেললে নুন সাকিনের নিয়ম অনুযায়ী (যেহেতু দুই যাবারের এক যাবার নুন সাকিন) পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়ে যেতে হবে, যেমন এক্ষেত্রে হাসানান্ বলে পরবর্তী শব্দের মেলাতে হবে।

পাশে **লাল** চিহ্নিত **মাদে এওয়াজ**

وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

সুবা-তা- নাওমাকুম অজাআ'লনা- o আঝ্অ-জা- অখলাক্বনা-কুম
দম না ফেললে পড়তে হতো: আঝ্অ-জাঁও-অজাআ'লনা-

এর ব্যবহার লক্ষ্য করুন। আয়াত গুলোর শেষে **দম ফেলার স্থানে দুই যাবার থাকায়** এক আলিফ টেনে দম ছাড়া হয়েছে। দম না ছাড়লে দুই যাবারের অক্ষরকে পরবর্তী আয়াতের ১ম শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।

মাদে লীন — ও এর উদাহরণ

ي আর و কে '**লীনে**'র হরফ বলা হয়। মাদে লীন সংগঠিত হয় ২টি শর্তের উপর।

১ম শর্ত ঃ যখন ـَ যাবারের বামে ـْيْ অথবা ـْوْ সাকিন থাকবে, আর
২য় শর্ত ঃ ১ম শর্তের বামে যখন দম ফেলা হবে,

তখন ২/৩ আলিফ টেনে দম ফেলতে হবে, যেমন পাশের শব্দ দুটিতে **যাবারের বামে ইয়া ও অয়াও সাকিন থাকায়** এখন এগুলোর বামে দম ফেললে আরজি সাকিন হবে। তাহলে শব্দ দুটি এখন দুই আলিফ মাদ সহ উচ্চারণ করতে হবে কুরই--শ ও খউ--ফ।

خَوْفٍ — খউ--ফ
قُرَيْشٍ — কুরই--শ

পাশে সূরা কুরইশ এর সবগুলো আয়াত দেয়া আছে। লক্ষ্য করুন **লাল অংশ ১ম শর্ত** আর **নীল অংশ ২য় শর্ত** কারণ **নীল** অংশে **দম ফেললে আরজি সাকিন হবে**, এটাই **মাদে লীনের প্রকৃত অবস্থা** যেখানে ২/৩ আলিফ টেনে দম ছাড়তে হবে।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ
مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

৩ ও ৪ আলিফের মাদ — ও এর উদাহরণ

কুরআনে **৩ ও ৪ আলিফের মাদ** চিহ্ন দ্বারা বোঝানো থাকে। যখন এই চিহ্ন ـٓـ থাকবে তখন শব্দটি **৩ আলিফ** আর যখন এই ـٰـ চিহ্ন থাকবে তখন শব্দটি **৪ আলিফ** টেনে পড়তে হবে।

পাশের আয়াতে **লাল** চিহ্ন দুটির কারণে নীচের **নীল** অংশ গুলো **৩/৪ আলিফ পরিমান** টানতে হবে।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ
ফি---
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾
লা----

মাদে আরজি — ও এর উদাহরণ

মাদে আসলীর বামে যদি **আরজি সাকিন হয়** তাহলে ৩ আলিফ টেনে দম ফেলতে হবে, এই নিয়মকে **মাদে আরজি** বলে। যেমন পাশের শব্দটিতে মাদে আসলী আছে (যেরের বামে ইয়া সাকিন), এখন তার বামে দম ফেললে আসল শব্দ নাস্তাঈ-নু না পড়ে নাস্তাঈ---ন্ পড়ে ৩ আলিফ টেনে দম ফেলতে হবে।

نَسْتَعِيْنُ ⟵ نَسْتَعِيْنْ
নাস্তাঈ-নু — নাস্তাঈ---ন্

ডানে লক্ষ্য কুরন, **লাল** অংশ মাদে আসলী, এখন এর বামে **নীল** অংশে দম ছাড়ার কারণে **আরজি সাকিন**

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾
মুষল্লি---ন্

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾
সা-হু---ন্

ধরে আরো ২ আলিফ মাদ বেশি করে **মোট ৩ আলিফ মাদ করতে হবে**। অডিওতে বোঝার চেষ্টা করুন তিলাওয়াতকারী কিভাবে লাল ১ আলিফ মাদে আসলী'কে শেষ অক্ষরে আরজি সাকিন করার কারণে ৩ আলিফ টেনে **মাদে আরজি**'র শর্ত পূরণ করছেন।

তিলাওয়াতে বিভিন্ন মাদের উদাহরণ

আয়াতটিতে ৫ স্থানে মাদ আছে, অডিওটি শুনে বোঝার চেষ্টা করুন রং চিহ্নিত ১, ৩ ও ৪ আলিফের মাদগুলো তিলাওয়াতকারী কিভাবে করছেন।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾
রঅ- ফিরঅ- ইল্লা- ই--- দুআ'----

■ মাদে এওয়াজ ■ মাদে আসলী ■ ৩ আলিফ ■ ৪ আলিফ

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) মাদ কাকে বলে? মাদের হরফ কয়টি ও কি কি?
২) মাদে আসলী কাকে বলে? মাদে আসলীর চেহারা কয় রকম ও কি কি?
৩) মাদে এওয়াজ কাকে বলে?
৪) লীনের হরফ কয়টি ও কি কি? মাদে লীন হওয়ার শর্ত গুলো কি কি?
৫) মাদে আরজি কাকে বলে? মাদে আরজি হওয়ার শর্ত কি?
৬) মাদের স্থানে মাদ করে না পড়লে কি ধরণের ভুল হয়?

পরীক্ষা-৪
৪র্থ ধাপ থেকে কতটুকু শিখেছেন পরীক্ষাটি দিয়ে তা যাচাই করুন।

৫ম ধাপ তাজবীদ পরিচিতি

পড়া সহিহ ও সুন্দর করার পদ্ধতিকে তাজবীদ বলা হয়। সহিহভাবে পড়ার জন্যে সব তাজবীদ অবশ্যই পালনীয় নয়, তবে তাজবীদ গুলো যথাযথভাবে পালন না করলে পড়ার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, **“আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তাদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে যারা এর হক আদায় করে তিলাওয়াত করে”** সূরা বাকারা ১২১। আয়াতটি থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তায়ালা হক আদায় করে তিলাওয়াত করা পছন্দ করেছেন। তাছাড়া **যারা সৌদি আরব টাইপের কুরআন তিলাওয়াত করতে চান** তাদের জন্যে তাজবীদের নিয়মগুলো জেনে রাখা খুবই জরুরী, বিশেষ করে **নুন** ও **মীম** সাকিনের ইখফা, ইকলাব ও ইদগম সম্বন্ধে।

গুন্নাহ — সংজ্ঞা ও উদাহরণ

গুন্নাহ অর্থ **নাকের স্বরে** কিছু বলা। শব্দের কোনো বিশেষ অংশ উচ্চারণ করার সময় **বাড়তি এক সেকেন্ড নাকের স্বরে দম ধরে থাকাকে গুন্নাহ বলে**, যেমন إِنَّ ইন্-না শব্দটি **‘ইন্’** বলে **নাকের স্বরে** [ঁ] **চন্দ্র বিন্দুর** মতো একটু দম ধরে থেকে **‘না’** উচ্চারণ করলে গুন্নাহ করা হলো **ইন্-না**। আবার ثُمَّ **স্বুম্-** বলে **নাকের স্বরে** একটু দম ধরে থেকে **‘মা’** উচ্চারণ করলে মীম তাশদীদের গুন্নাহ করা হলো **স্বুম্-মা**। আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য **নীচের অডিওটি** শুনুন।

অডিও শোনার সময় নীল স্থানগুলোতে মনযোগ দিন।

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۚ (১৫)

গুন্নাহ সাধারণত ৪ ধরণের হয়ে থাকে **ওয়াজিব গুন্নাহ, ইক্বলাব, ইখফা** ও **ঈদগমের গুন্নাহ।**

ওয়াজিব গুন্নাহ — সংজ্ঞা ও উদাহরণ

যেখানেই **নুন** ও **মীম** অক্ষরের উপর **তাশদীদ** থাকবে সেখানেই গুন্নাহ করে পড়া ওয়াজিব, যেমন إِنَّ ইন্-না, ثُمَّ স্বুম্-মা। এটাকেই **ওয়াজিব গুন্নাহ** বলা হয়।

পাশের আয়াতটিতে লাল নুন ও মীমের উপর নীল **তাশদীদ** থাকার কারণে এই স্থানগুলোতে গুন্না করা ওয়াজিব।

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (৮)

স্বুম্-মা ..লুন্-না আ'নিন্-নাঈ'-ম

[ড্যাশ দিয়ে নাকের স্বরে এক সেকেন্ড বাড়তি দম ধরে থাকা বোঝানো হয়েছে, অডিও শোনার সময় লাল স্থানগুলোর উচ্চারণ খেয়াল রাখুন]

পাশের আয়াতটিতে **৪টি ওয়াজিব গুন্না** খুঁজে বের করুন, খুঁজবেন **নুন ও মীমের উপর তাশদীদ** আছে কিনা।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ
بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (২৮)

নুন সাকিন نْ

নুন সাকিনের ৪ নিয়ম ও অনুশীলন

নুন ن অক্ষরের উপর যখন সাকিন ^ দেয়া হয় তখন তাকে نْ **নুন সাকিন** বলা হয়। নুন সাকিন বড় হাতের অক্ষরে এরকম نْ আর ছোট হাতের অক্ষরে এরকম نْـ দেখায়। এছাড়াও তানবীনের ভিতরেও নুন সাকিন থাকে, অর্থাৎ দুই যাবারের এক যাবার, দুই পেশের এক পেশ ও দুই যেরে'র এক যের আসলে নুন সাকিন। নুন সাকিনের সব নিয়ম তানবীনের নুন সাকিনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কুরআনে আয়াতগুলোতে সব থেকে বেশি যে নিয়মের ব্যবহার দেখা যায় তা হলো মাদে আসলী এবং **নুন সাকিন** نْ। **যেখানে নুন সাকিন** আছে সেখানে কোন না কোন নিয়ম আছেই, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে নুন সাকিন দেখলেই সেখানে থেমে **দেখে নিতে হবে এর পরের অক্ষরটি কি**, তারপর অক্ষর অনুযায়ী নিয়ম পালন করতে হবে। নুন সাকিন نْ চার নিয়মে পড়তে হয় সেগুলো হচ্ছে **ইক্বলাব**, **ইদগম**, **ইখফা** ও **ইজহার**।

১) **ইক্বলাব:** নুন সাকিনের বামে ب অক্ষর থাকলে নুনের স্থলে গুন্না সহ মীম পড়াকে ইক্বলাব বলা হয়। ইক্বলাব অর্থ বদল করা, এখানে নুন'কে মীমের সাথে বদল করা হলো।

আয়াতটিতে দেখুন নুন সাকিনের পর 'বা' অক্ষর থাকায়

وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ৮

মাম্‌-বা

এখন এর উচ্চারণ 'মান্‌বা' না পড়ে গুন্নাসহ পড়তে হবে 'মাম্‌-বা'।

আবার এই আয়াতটিতে নীল চিহ্নিত তানবীনের নুন সাকিন থাকায় 'লুন্‌বি' না পড়ে গুন্নাসহ পড়তে হবে 'লুম্‌-বি'।

وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ২

লুম্‌-বি

[লক্ষ্য করুন উভয় আয়াতেই লাল চিহ্নিত ছোট্ট একটি মীম অক্ষর দিয়ে বোঝানো আছে যে এখানে নুনকে মীম পড়তে হবে।]

২) **ইদগম:** ي و م ن ر আর ل এই ৬টি অক্ষর যদি নুন সাকিনের نْ বামে থাকে তাহলে নুন সাকিনের উচ্চারণ বাদ দিয়ে এই অক্ষরগুলোর উপর যদি তাশদীদ চিহ্ন নাও থাকে তবুও তাশদীদ দিয়ে পড়তে হবে। এটাকেই নুন সাকিনের ইদগম বলা হয়।

ছয়টি অক্ষরের মধ্যে ي و م ن গুন্না সহ আর ل ر গুন্না ছাড়া পড়তে হবে।

اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ

আললাইঁ-য়্যাক্বদির

লক্ষ্য করুন ডান দিকের আরবী শব্দগুলোর **নীল** চিহ্নিত নুন সাকিন দুটি বাংলা উচ্চারণের মধ্যে নেই। আবার ডান দিক থেকে প্রথম নুন সাকিনের পর **লাম** থাকায় গুন্না করা হয়নি আর ২য় টিতে নুন সাকিনের পর **ইয়া** থাকায় গুন্না করা হয়েছে।

বর্তমানে নূরানী টাইপ কুরআনে ইদগমের অক্ষর থাকলে তাশদীদ দিয়ে দেয়া হয় **কিন্তু সৌদি আরব টাইপে** অয়াও এবং ইয়া'র উপর তাশদীদ দেয়া থাকে না, সেক্ষেত্রে **নুন সাকিনের পর ইদগমের অক্ষর থাকলে তাশদীদ ধরে পড়তে হবে**, আর সাকিনের পর তাশদীদ থাকলে সাকিন অক্ষরের উচ্চারণ হয় না। নীচের উদাহরণটি দেখুন।

اِلَّا اللّٰهُ	اِلٰهَ	اَنْ لَآ	اَشْهَدُ
ইল্লাল্ল-হ	ইলা-হা	আল্লা---	আশহাদু

লক্ষ্য করুন **নীল** চিহ্নিত নুন সাকিনের পর ইদগমের অক্ষর **লাম** আছে কিন্তু **লামে তাশদীদ নেই**, তাহলে আমরা কি এখন পড়ব 'আন্লা-' ? না, বরং **লামের** উপর এখন একটি তাশদীদ কল্পনা করে নিয়ে **নুন সাকিন বাদ দিয়ে** পড়তে হবে 'আল্লা-' । এটাকেই নুন সাকিনের ইদগম বলা হয়।

৩) ইখফা: ك ق ظ ط ض ص س ف ز ذ د ج ث ت

আর ش এই ১৫টি অক্ষর যদি **নুন সাকিনের বামে থাকে** তাহলে নুন সাকিনের উচ্চারণ **অনুস্বর** (ং) পড়তে হবে, যেমন اَنْتَ শব্দটি **আনতা** না পড়ে **'আং-'** বলে নাকের স্বরে একটু দম ধরে থেকে গুন্না করে 'তা' পড়তে হবে অর্থাৎ **আং-তা**। এটাকেই নুন সাকিনের ইখফা বলা হয়।

পাশের আয়াতটিতে সবুজ চিহ্নিত প্রকাশ্য নুন সাকিন এবং নীল চিহ্নিত তানবীনের নুন সাকিনের বামে লাল চিহ্নিত ইখফা’র অক্ষর থাকায় কিভাবে উচ্চারণ হবে তা দেখানো হয়েছে। **অডিওতে** চিহ্নিত অংশগুলোর উচ্চারণ ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করুন।

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ
আং-ঝালা.. মিং-ক্বব্‌লু

الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ

اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ
বুং-শাদী-দ

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ④
আ’ঝি-ঝুং-জ্ব্ং-তিক্ব্-ম

৪) ইজহার: ه ح خ ع غ ও ء এই ৬টি অক্ষর যদি نْ নুন সাকিনের এর বামে থাকে তাহলে নুন উচ্চারণ স্বাভাবিক নুনের মতোই হবে। ইজহার অর্থ **স্পষ্ট** করা, উপরোক্ত ৬টি অক্ষরের ক্ষেত্রে নুনের উচ্চারণ স্পষ্টভাবে নুনের মতোই করাকেই নুন সাকিনের ইজহার বলা হয়।

مِنْهُمْ	الْاَنْهٰرُ	مَنْ خَفَّتْ
মিন্‌হুম	আন্‌হা-র	মান্‌খফফাত

পাশের শব্দগুলো লক্ষ্য করুন নীল চিহ্নিত নুন সাকিনের পর লাল চিহ্নিত ইজহারের অক্ষর থাকায় নুনের উচ্চারণ স্পষ্ট নুনের মতোই হচ্ছে।

মীম সাকিন مْ | মীম সাকিনের ৩ নিয়ম ও অনুশীলন

মীম مْ অক্ষরের উপর যখন সাকিন দেয়া হয় তখন তাকে مْ **মীম সাকিন** বলা হয়। মীম সাকিন বড় হাতের অক্ষরের সাথে এরকম مْ আর ছোট হাতের অক্ষরের সাথে এরকম ـمْ দেখায়। মীম সাকিন مْ ৩ নিয়মে পড়তে হয় সেগুলো হচ্ছে **ইদগম, ইখফা ও ইজহার**।

১) **ইদগম:** ـمْ মীম সাকিনের বামে যদি م মীম অক্ষর থাকে, তাহলে সেই মীমের উপর তাশদীদ থাক আর না থাক **তাশদীদ ধরে গুন্নাহ করে পড়তে হবে**, এটাই মীম সাকিনের ইদগম।

২) **ইখফা:** ـمْ মীম সাকিনের বামে যদি ب অক্ষর থাকে, তাহলে **মীম সাকিন গুন্নাহ করে পড়াকে** মীম সাকিনের ইখফা বলা হয়।

পাশের আয়াতটিতে **মীম সাকিনের** পর 'বা' অক্ষর থাকায় গুন্নাসহ পড়তে হবে 'হিম্-বি'।

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ

৩) **ইজহার:** উপরে আলোচিত **'মীম'** ও **'বা'** অক্ষর ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলো অক্ষরের যে কোনটি যদি ـمْ মীম সাকিনের বামে থাকে, তাহলে মীমের উচ্চারণ স্পষ্টভাবে স্বাভাবিক মীমের মতো করাকে **মীম সাকিনের ইজহার**

বলা হয়।

ইস্তিলা বা মোটা হরফ ও এর অনুশীলন

ইস্তিলা’ অর্থ মোটা করা। অক্ষরের পাতলা উচ্চারণ মানে আ’কার পড়া আর মোটা উচ্চারণ মানে আ’কার না পড়া। ‘বা’ যাবার ‘বা’ এটা পাতলা উচ্চারণ আর ক্বফ ‘ক্ব’ এটা মোটা উচ্চারণ।

ইস্তিলার অক্ষর ৭টি ص ض ط ظ ق غ আর خ

এসব অক্ষর গুলোতে যদি যাবার থাকে তাহলে আ’কারের উচ্চারণ হবে না। যেমন طَ ত্ব যাবার ত্বা না হয়ে হবে ত্ব, সেরুপ অন্যান্য অক্ষর গুলোও মোটা ভাবে উচ্চারিত হবে:

ظَ জ্ব যাবার জ্ব	صَ ষদ যাবার ষ	ضَ দ্বদ যাবার দ্ব
قَ ক্বফ যাবা ক্ব	غَ গঈন যাবার গ	خَ খ যাবার খ

শর্ত সাপেক্ষে ر ‘র’ অক্ষরের মোটা হওয়া

এছাড়াও আরেকটি অক্ষর ر ‘র’ ইস্তিলার অক্ষর না হয়েও শর্ত সাপেক্ষে মোটা উচ্চারণ হয়। ‘র’ এ যদি যাবার ও পেশ

থাকে তাহলে তা মোটা উচ্চারণ হবে, অর্থাৎ 'র' যাবার র, 'র' পেশ ঠোঁট একটু গোল করে রু (তাহলে এটা মোটা করা হলো)। আর যদি যের থাকে তাহলে তা পাতলা উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ 'র' যের ঠোঁট গোল না করে রি, তাহলে এটা পাতলা করা হলো।

পাশে সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতে লাল চিহ্নিত **ইস্তিলার অক্ষর** আর নীল চিহ্নিত 'র' এর উচ্চারণ লক্ষ্য করুন।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

গাইরিল নয়, গয়রিল ষিরা-তাল্লাজী নয়, ষির-ত্বল্লাজী-

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ع (٧)

দ্বা---ল্লী--ন নয়, দ্ব---ল্লী--ন

শুধু আল্লাহ শব্দে লামে'র উচ্চারণ মোটা

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শব্দে লাম মোটা নয়, সব সময়ই পাতলা

আরেকটি অক্ষর ل লামে'র উচ্চারণ মোটা হয় শুধু আল্লাহ শব্দের বানানে। যদি আল্লাহ শব্দের লামে'র ডানে যাবার অথবা পেশ থাকে তাহলে উচ্চারণ হবে আল্ল-হ আর যদি লামের ডানে যের থাকে তাহলে উচ্চারণ হবে লিল্লা-হ।

শব্দটির লাল চিহ্নিত লামের ডানে নীল চিহ্নিত যের থাকায় লামের উচ্চারণ পাতলা হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

আলহামদুলিল্লা-হ

শব্দটির লাল চিহ্নিত লামের ডানে নীল চিহ্নিত যাবার থাকায় লামের উচ্চারণ মোটা হয়েছে।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ

সুব্‌হা-নাল্ল-হ

লামের ডানে যের থাকায় লা- পড়া হয়েছে

▶ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿২﴾

লিল্লা-হি

লামের ডানে পেশ থাকায় ল- পড়া হয়েছে

▶ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ﴿৬﴾

নারুল্ল-হি

লামের ডানে যাবার থাকায় ল- পড়া হয়েছে

▶ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿২৩﴾ زصلے

অল্ল-হু

ক্বলকলা — সংজ্ঞা ও উদাহরণ

ক্বলকলা'র (প্রতিধ্বনি) ৫ অক্ষর, د ق ط ب আর ج এর উপর সাকিন থাকলে এগুলোর উচ্চারণ একবার প্রতিধ্বনিত

হয়ে থেমে যাবে, এই একবার বাড়ি খাওয়া বা প্রতিধ্বনি হওয়াকেই **ক্বলকলা** বলা হয়। যেমন فَانْصَبْ ফাং-ষব্ব্ শব্দটিতে ক্বলকলার অক্ষর ‘বা’ এর উপর সাকিন থাকার জন্যে **একবার প্রতিধ্বনি করে** উচ্চারণ করা হয়েছে। ক্বলকলা মানে ডাবল অক্ষর নয়, বাংলা উচ্চারণে ডাবল অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে প্রতিধ্বনিত উচ্চারণ বোঝানোর জন্যে।

নীল অক্ষরগুলো লাল সাকিনের কারণে **ক্বলকলা** করে পড়তে হবে।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ৫

রদাদ্দ্

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ৭

ফাং-ষব্ব্

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ১

ফালাক্ব

হলুদ যের দুটি দম ফেলার কারণে আরজি সাকিন হিসাবে ধরে নিতে হবে।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ৩

মাআ’-রিজ্জ্

الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ৪

আত্ব্অ

ত্ব ইস্তিলারও অক্ষর হওয়ার জন্যে ঠোঁট একটু গোল করে বলতে হবে

ওয়াকফ বা বিরতি চিহ্ন

ওয়াকফ অর্থ বিরতি বা থামা। কুরআনে অধিকাংশ **ওয়াকফ** বা বিরতি চিহ্নই **আরবী অক্ষর দিয়ে** প্রকাশ করা হয়েছে। **আয়াতের অর্থ ঠিক রেখে পড়ার জন্যে** ওয়াকফ চিহ্নগুলো বোঝা খুবই জরুরী।

উদাহরণস্বরুপ, ভাবুন দাঁড়ি কমা বিহীন কোন বাংলা লিখা পড়ছেন, নিশ্চয় অর্থ বোঝা খুব কঠিন হয়ে পড়বে যে লেখক আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন। দেয়ালে পোষ্টার লাগাবেন, না লাগালে ৫০ টাকা জরিমানা। লক্ষ্য করুন শুধু একটি বিরতি চিহ্ন **‘কমা’**র ভুল ব্যবহারের কারণে অর্থ বিপরীত হয়ে গেল!

যেকোন স্থানে ওয়াকফ করা বা দম ফেলার নিয়ম কি?

কোন নিয়ম না মেনেই প্রয়োজনে **যেকোন স্থানে দম ফেলা বা নেয়া যাবে**, এজন্যে **ক্ষতি পূরণ হিসাবে** যে শব্দে দম ফেলা হলো, **তার আগের এক বা একাধিক শব্দ** থেকে পুনরায় পড়া শুরু করতে হবে।

নীচে গুরুত্বপূর্ণ কিছু **‘ওয়াকফ’** চিহ্নের অর্থ দেয়া হলো। লাল চিহ্ন দুটি ভালভাবে মনে রাখুন।

চিহ্ন	নাম	নির্দেশনা
১৯ ৮ ৩	ওয়াকফে তাম	দাঁড়ির মতো, এখানে থামতে হবে। তবে গোল চিহ্নের উপর অন্য চিহ্ন থাকলে সেটার নির্দেশ মানতে হবে।
ج	জিম ওয়াকফে জায়িজ	দম ফেলা যাবে, দম না ফেলে পড়াও যাবে।

ط	ত্ব ওয়াকফে মুত্বলাক	দম ফেলা উত্তম, তবে দম না ফেলে পড়াও যাবে।
ع ○	আঈন ওয়াকফে রুকু	দম ফেলা উত্তম, যেহেতু নীচে ওয়াকফে তাম আছে।
ز	ঝা ওয়াকফে মুঝাওয়াজ	এখানে থামা যাবে, তবে না থামাই ভাল।
قف	ওয়াকফে আমর	থামার নির্দেশ করে।
سكتة	সাকতাহ	দম না ফেলে **১ সেকেন্ড নীরবতা** পালন করে আবার পড়ে যেতে হবে।
وقفة	ওয়াকফাহ	**দম না ফেলে** সাকতাহ'র থেকে একটু বেশি **নীরবতা** পালন করে আবার পড়ে যেতে হবে।
م	ওয়াকফে নবী (সা:)	**নবী (সা:)** এখানে থামতেন।
∴ ∴	ওয়াকফে মুয়ানাকা	অতএব চিহ্নের মতো **তিন তিন ছয় ফোটা,** ১ম ৩ ফোটার এক বা একাধিক শব্দের পর আরো ৩ ফোটা থাকে। যেকোন এক স্থানে থামতে হবে।
صلے	ওয়াসলে আওলা	আগের পরের বাক্য মিলিয়ে পড়া ভাল।

ق	ক্বফ ওয়াকফে ক্বিলা আ'লাইহ	এখানে থামা যেতে পারে।
ص	যদ ওয়াকফে মুরখ্খস	বাক্য দীর্ঘ হওয়ায় থামার প্রয়োজন হলে, এখানেই থামা উচিৎ।
م	ওয়াকফে লাযিম	**অবশ্যই দম ছেড়ে দিতে হবে**। তাছাড়া অর্থের বড় ধরণের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।
لا	লা ওয়াকফে আলাইহ	**দম ফেলা যাবে না**, দম শেষ হয়ে গেলে আগের শব্দ থেকে পুনরায় পড়া শুরু করতে হবে।

লক্ষণীয়

দম ফেলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে

১) **বিরতি চিহ্ন নেই এরকম স্থানে দম ছাড়লে** পূর্বের শব্দ থেকে পুনরায় পড়া শুরু করতে হবে,

২) মাদে আসলী, মাদে এওয়াজ ও মাদে লীন থাকলে **আরজি সাকিন না করে** মাদ করতে হবে,

৩) যের, যাবার, পেশ, দুই যের, দুই পেশ ও 'হা' এ উল্টা পেশ অথবা খাড়া যের থাকলে **আরজি সাকিন করতে হবে**,

৪) **তাশদীদ অক্ষর থাকলে** অক্ষরটি একটু দম ধরে থেকে দুবার উচ্চারণের মতো করতে হবে,

৫) গোল '**তা**'-কে গোল '**হা**' পড়তে হবে।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) গুন্নাহ কাকে বলে? কোন গুলো ওয়াজিব গুন্নাহ্?
২) নুন সাকিন কয় নিয়মে পড়তে হয়?
৩) নুন সাকিনের ইক্বলাব ও ইজহার কাকে বলে?
৪) নুন সাকিনের পর কোন কোন অক্ষর থাকলে ইদগম হয়?
৫) নুন সাকিনের ইখফা কাকে বলে?
৬) মোটা অক্ষর বলতে কি বুঝায়?
৭) ক্বলকলা কাকে বলে এর অক্ষর কয়টি ও কি কি?

পরীক্ষা-৫

৫ম ধাপ থেকে কতটুকু শিখেছেন পরীক্ষাটি দিয়ে তা যাচাই করে নিন।

যারা সৌদি টাইপ কুরআন পড়তে চান

এই অংশটুকু **নূরানী** ও **সৌদি আরব** টাইপ কুরআনের পার্থক্যসমূহ নিয়ে লিখিত, শুধুমাত্র তাদের জন্যে যারা সৌদি আরবের কুরআন পড়তে চান। নূরানী টাইপ ও সৌদি আরবের **কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স** থেকে মুদ্রিত কুরআনের মধ্যে যা মদীনা মাসহাফ নামে পরিচিত খুব বেশি পার্থক্য নেই। দুটি কুরআন'ই '**উসমানী মাসহাফ**' এর কিছু পরিবর্তিত রুপ।

> মাসহাফ কাকে বলে?
> মাসহাফ ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য কি? এবং
> উসমানী ও মদীনা মাসহাফ কাকে বলে জানার জন্যে
> এই ওয়েব লিংকে দেখুন।

মাসহাফ নিয়ে আলোচনা করা ও বোঝার সময় যে বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা হলো, **এটা কুরআনের ভাবার্থের পার্থক্যের বিষয় নয়**, দুনিয়ার সব কুরআন ও মাসহাফের শব্দ, বাক্য ও অর্থ এক। মাসহাফের পার্থক্য বলতে আসলে বোঝায় কুরআন ৭ কিরাতে (৭ নিয়মে পড়ার অনুমিতসহ) নাযিল হয়েছে। একই শব্দ বা বাক্য একেক মাসহাফে একটু ভিন্ন রকমভাবে উচ্চারণ করা হতো। **কিন্তু উসমান (রাঃ) এর সময়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং সহিহ নিয়ম নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায়** সঠিক নিয়মে একটি মাসহাফ তৈরির পর অন্যান্য সকল মাসহাফ পুড়িয়ে ফেলা হয়।

বর্তমানে আমরা যে টাইপগুলোর কথা বলি তা'র সবগুলোই আসলে '**উসমানী মাসহাফের কুরআন**' অর্থাৎ উসমান (রাঃ) যে মাসহাফ তৈরি করেছিলেন সেই মাসহাফ। শুধুমাত্র পড়া সজহতর করা'র জন্যে অঞ্চল ভিত্তিক একেক টাইপে যেমন, নূরানী, ইন্দো-পাক ও হাফেজী টাইপে ভিন্ন ভিন্ন ফন্ট ব্যবহার ও মূল উসমানী মাসহাফের তুলনায় মাদগুলো'কে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু উভয় টাইপের শব্দ, বাক্য ও উচ্চারণ একেই। **এখানের আলোচনার বিষয়বস্তু শুধু ভিন্নভাবে উপস্থাপনাটুকু নিয়েই**, যেন নূরানী বা ইন্দো-পাক টাইপ থেকে কুরআন শিখেছেন এরকম যে কেউ সহজেই সৌদি আরব টাইপের যা মদীনা মাসহাফ নামে পরিচিত কুরআন পড়তে পারেন।

নূরানী ও সৌদি আরব টাইপ কুরআনের উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ

দুই টাইপের কুরআনে বেশ কিছু পার্থক্য থাকলেও যারা নূরানী অথবা ইন্দো-পাক টাইপ থেকে কুরআন শিখেছেন, **কিন্তু এখন সৌদি আরব টাইপের কুরআনও পড়তে চান**, তারা নীচের পার্থক্যগুলো জেনে নিলে সহজেই তা পারবেন **ইনশা'আলাহ**। উভয় টাইপের লক্ষণীয় পার্থক্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ফন্ট ব্যবহার, হামযাতুল ক্বত্বআ ও হামযাতুল ওয়াসলে চিহ্ন ব্যবহার, এবং মাদগুলোকে একটু ভিন্ন রকমভাবে উপস্থাপন করা।

১) ফন্ট:

নূরানী টাইপে ব্যবহার করা হয়েছ '**নূরানী**' টাইপ ফন্ট অপরপক্ষে সৌদি আরব টাইপে (মদীনা মাসহাফে) ব্যবহার করা হয়েছে '**নাকশ**' নামক একটি ফন্ট। নীচে সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতটি উভয় ফন্টে দেয়া হলো, ভালভাবে প্রতিটি অক্ষর মিলিয়ে দেখুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١

নূরানী টাইপ ফন্ট বা অক্ষরগুলোর চেহারা

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٢

সৌদী আরব টাইপে'র '**নাকশ**' ফন্ট বা
অক্ষরগুলোর চেহারা

২) হামযা'য় চিহ্ন ব্যবহার:

আরবী ভাষায় দুটি হামযা আছে একটিকে **হামযাতুল ওয়াসল** هَمْزَةُ الوَصْلْ ও অপরটিকে **হামযাতুল ক্বত্বআ** هَمْزَةُ الْقَطْع বলা হয়। সৌদি আরব টাইপ কুরআনে 'হামযাতুল ওয়াসল'-এর উপরে **ص** '**ষদে**'র **শুধু মাথার অংশটুকু** ص কুরআনে যা এরকম ٱ দেখায় এবং 'হামযাতুল ক্বত্বআ'তে **ع** '**আঈনে**'র **শুধু মাথার অংশটুকু** ء দিয়ে, কুরআনে যা এরকম أ দেখায় বোঝানো থাকে কোনটা কোন হামযা কিন্তু **নূরানী টাইপ কুরআনে** হামযাতুল ওয়াসল ও হামযাতুল ক্বত্বআ কোনো রকম চিহ্ন দিয়ে বোঝানো থাকে না। বাক্যের শুরুতে ও ভিতরে যে খালি আলিফ থাকে সেটাই **হামযাতুল ওয়াসল** আর যে হামযাতে সবসময়ই যের যাবার ও পেশ থাকে সেটাই

হামযাতুল ক্বত্বআ। **সতর্কতা:** হামযাতুল ওয়াসলে'র উপরের ٱ নীল চিহ্নটিকে কখনো **পেশ** ভেবে ভুল করবেন না।

৩) নীরব অক্ষরে ছোট গোল চিহ্ন:

সৌদি টাইপ কুরআনে বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে **আলিফ** এবং **অয়াও** অক্ষরের উপর **একটি গোল চিহ্ন** দেয়া থাকে, এগুলো নীরব অক্ষর, এগুলোর কোনো উচ্চারণ করা যাবে না। উদাহরণস্বরুপ এই فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ ও أُو۟لَـٰٓئِكَ শব্দ দুটিতে দেখুন **আলিফ** ও **অয়াও** এর উপর **গোল চিহ্ন** (লাল) দেয়া আছে। **কিন্তু নূরানী টাইপ কুরআনে** এরকম কোনো চিহ্ন দেয়া থাকে না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলিফের উপর গোল চিহ্ন দেয়া থাকে যেগুলোকে **আলিফ জাইদা** বলা হয়।

৪) নূরানী ও সৌদি আরব টাইপ মাদগুলো যেরকম দেখায়:

আমরা জানি **নূরানী টাইপে** মাদে আসলী মানে যাবারে'র বামে খালি আলিফ, পেশে'র বামে অয়াও সাকিন এবং যেরে'র বামে ইয়া সাকিন, **সৌদি আরব টাইপেও** তাই শুধু পেশে'র বামে **অয়াও সাকিনের সাকিন নেই** আর যেরে'র বামে **ইয়া সাকিনের সাকিন নেই**। তাহলে সৌদি আরব টাইপে মাদে আসলীর রুপ হচ্ছে, যাবারে'র বামে খালি আলিফ, পেশে'র বামে খালি অয়াও এবং যেরে'র বামে খালি ইয়া। আর **খাড়া যাবারে'র পরিবর্তে** ব্যবহৃত হয়েছে দুটি যাবার, একটি সাধারণ যাবার আর তার পাশে একটি খাড়া যাবার, **খাড়া যেরে'র পরিবর্তে** ব্যবহৃত হয়েছে যেরে'র বামে একটি ছোট

ইয়া (নোকতা বা দুই ফোটা ছাড়া ইয়া) এবং **উল্টা পেশের পরিবর্তে** ব্যবহৃত হয়েছে পেশে'র বামে একটি ছোট অয়াও। নীচে উভয় টাইপ কুরআনে মাদে আসলীর রুপ মনোযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করুন।

লাল চিহ্নিতগুলো **নূরানী টাইপে** ব্যবহৃত ১ আলিফ মাদে আসলী’র রুপ, যেগুলোর পরিবর্তে নীল চিহ্নিতগুলো **সৌদী আরব টাইপে** ব্যবহৃত হয়েছে

مَا যাবারে’র বামে খালি আলিফ	এর পরিবর্তে	مَا যাবারে’র বামে খালি আলিফ
رٰ খাড়া যাবার	এর পরিবর্তে	رَٰ যাবারে’র বামে খাড়া যাবার
مُوْ পেশে’র বামে অয়াও সাকিন	এর পরিবর্তে	مُو পেশে’র বামে খালি অয়াও
رٗ উল্টা পেশ	এর পরিবর্তে	رُۥ পেশে’র বামে ছোট পেশ
مِيْ যেরে’র বামে ইয়া সাকিন	এর পরিবর্তে	مِي যেরে’র বামে খালি ইয়া
رٖ খাড়া যের	এর পরিবর্তে	رِۦ যেরে’র বামে ছোট ইয়া

উভয় টাইপ কুরআনে মাদে আসলী’র রুপ

নীচে উভয় টাইপ থেকে একই আয়াতের মধ্যে মাদে আসলী’র রুপ দেয়া হলো। লক্ষ্য করুন নীল অংশগুলো একই, লাল সাকিন সৌদী টাইপে নেই এবং হলুদ অংশে খাড়া যাবার ও খাড়া যের কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বোঝার চেষ্টা করুন

فَلَمَّا رَأَوۡهُ زُلۡفَةٗ سِيٓـَٔتۡ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ ٢٧

সৌদী আরব টাইপে মাদে আসলী’র রুপ

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ٢٧

নূরানী টাইপে মাদে আসলী’র রুপ

এছাড়া অন্যান্য মাদ এবং ৩ ও ৪ আলিফ **মাদ নির্দেশক চিহ্ন** উভয় টাইপের কুরআনে একইরকম।

৫) নুন ও মীম সাকিনে সাকিনের অনুপস্থিতিঃ

সৌদি আরব টাইপে নুন সাকিনের **ইখফা, ইদগম** ও **ইকলাবের** অক্ষরগুলোর আগের **নুনে** এবং **মীম** সাকিনের ইখফা'র অক্ষর **'বা'** এর আগের **মীমে সাকিন দেয়া থাকে না।**

সেক্ষেত্রে পাঠকারীকে অবশ্যই **ইখফা, ইদগম** ও **ইকলাবে'র** অক্ষরগুলো সম্বন্ধে জানা থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ كُنتُم بِهِۦ (কুনতুমবিহী-) শব্দটি লক্ষ্য করুন, নীল **নুন** ও **মীমে'র** উপরে **সাকিন** নেই, **কারণ?** নুনে'র পরের লাল **'তা'** নুন সাকিনের ইখফার অক্ষর এবং মীমে'র পরের লাল **'বা'** মীম সাকিনের ইখফার অক্ষর। সুতরাং এখন নুন ও মীমে সাকিন ধরে গুন্নাসহ ইখফা'র নিয়মে পড়তে হবে **কুং-তুম-বিহী-**। **৫ম ধাপ** থেকে নুন ও মীম সাকিন পড়ার নিয়মগুলো পুনরায় ভালোভাবে জেনে নিন।

৬) তাশদীদ ছাড়া নুন সাকিনের ইদগমে'র অক্ষরঃ

নূরানী টাইপ কুরআনে ইদগমের অক্ষরগুলোতে তাশদীদ দেয়াই থাকে তাই ইদগম সম্বন্ধে খুব জানা না থাকলেও তা পড়া যেতে পারে, **কিন্তু সৌদি টাইপ কুরআনে** ইদগমের অক্ষরগুলোতে তাশদীদ দেয়া থাকে না, তাই তা পড়ার জন্যে নুন সাকিনের ইদগম সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। সহজভাবে মনে রাখুন যে নুন সাকিনের ইদগমের ৬টি অক্ষর ل ر ن م و ي যদি সৌদি টাইপ কুরআনে **খালি বা ফাঁকা নুনে'র বামে থাকে** তাহলে এই অক্ষরগুলোর উপর তাশদীদ

থাক আর না থাক (অয়াও এবং ইয়া ছাড়া অন্য অক্ষরগুলোতে তাশদীদ থাকতে পারে) তাশদীদ ধরে পড়তে হবে এবং নুনে'র আর কোনো উচ্চারণ করা যাবে না। এই ৬ অক্ষরের মধ্যে ن م و ي গুন্নাসহ উচ্চারণ করতে হবে এবং ل ر গুন্না ছাড়া। উদাহরণস্বরুপ এই শব্দটি وَٱللَّهُ مِن وَرَا দেখুন নীল খালি নুনে'র বামে তাশদীদবিহীন লাল ইদগমের অক্ষর। ইদগম কি ও কিভাবে তা উচ্চারিত হয় বিস্তারিত জানার জন্যে **৫ম ধাপে** দেখুন।

৭) ইখফা ও ইদগমের অক্ষরে পরিবর্তিত রুপে তানবীন:

তানবীনের (দুই যাবার, দুই যের, দুই পেশ) নুন সাকিনের পর যদি **ইখফা** অথবা **ইদগমের** অক্ষর থাকে তাহলে সৌদি কুরআনে তানবীনের রুপ পরিবর্তন করা হয়, উদাহরণস্বরুপ, তানবীনের বামে যদি ইখফা অথবা ইদগমের অক্ষর না থাকে তাহলে তানবীনকে এই রুপে দুই যাবার ـً , দুই পেশ ـٌ, দুই যের ـٍ ব্যবহার করা হয়, **আর যদি** তানবীনের বামে ইখফা অথবা ইদগমের অক্ষর থাকে **তাহলে উপরোক্ত রুপ পরিবর্তন করে** এই রুপ দুই যাবার ـࣰ , দুই পেশ ـࣱ, দুই যের ـࣲ ব্যবহার করা হয়, **কিন্তু নূরানী কুরআনে** সব অবস্থাতেই তানবীনকে একই রুপে ব্যবহার করা হয়।

৮) ইকলাবের অক্ষরেও পরিবর্তিত রুপে তানবীন:

তানবীনের (দুই যাবার, দুই যের, দুই পেশ) পর যদি নুন সাকিনের **ইকলাবের অক্ষর 'বা'** থাকে তাহলে সৌদি আরব টাইপ কুরআনে তানবীনের এই দুই যাবার ـً , দুই পেশ ـٌ, দুই যের ـٍ রুপ পরিবর্তন করে এক যাবার, এক যের ও এক পেশের সাথে **একটি মীম অক্ষর** ব্যবহার করা হয় যা এরকম

দুই যাবার ـَۢ, দুই পেশ ـُۢ, দুই যের ـِۭ দেখায়। উদাহরনস্বরুপ এই শব্দটি দেখুন حِلٌّۢ بِهَٰذَا ইকলাবের 'বা' অক্ষরের জন্যে তানবীনের পরিবর্তিত রুপ ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, **সূরার শেষ শব্দেও** এরকম মীম দেয়া তানবীন দেখা যেতে পারে **কারণ দম না ছেড়ে পরের সূরা পড়তে চাইলে** প্রথম অক্ষর '**বিসমিল্লাহ**'র 'বা' হয়।

অন্যদিকে নূরানী কুরআনে ইকলাবের অক্ষরে তানবীনের কোনো রুপ পরিবর্তন করা হয় না, তবে কোনো কোনো কুরআনে তানবীনের পাশে ছোট্ট একটি '**মীম**' দিয়ে ইকলাব নির্দেশিত করা থাকে। ইকলাব কি এবং কিভাবে তা পড়তে হয় জানার জন্যে **৫ম ধাপে** দেখুন।

৯) সিজদা চিহ্নের পার্থক্যঃ

নূরানী কুরআনে সিজদা'র আয়াতের শেষে ও ডান অথবা বাম পাশে মার্জিনের বাইরে লিখা থাকে '**সিজদা**', অন্যদিকে সৌদি আরব টাইপে আয়াতের শেষে কিছু না লিখে সিজদা'র শব্দটির উপর এইরকম ——— একটা দাগ দেয়া থাকে এবং ডান অথবা বাম পাশে মার্জিনের বাইরে লিখা থাকে سَجْدَةٌ (সাজদাহ)।

১০) আরবী ভাষায় সূরা'র নাম ও আয়াত নাম্বার

সৌদি আরব টাইপ কুরআনে সূরা'র নাম ও আয়াত নাম্বারগুলো **আরবীতে** লিখা থাকে, তাই পাঠকারীকে নুন্যতম আরবী সংখ্যা সম্বন্ধে জানা থাকতে হবে, যেন অর্থ বা তাফসীর জানার প্রয়োজন হলে সহজেই আয়াত নাম্বার দেখে নিতে পারেন। নীচে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যার পাশে আরবী সংখ্যাগুলো দেয়া হলো।

১- ١	৩- ٣	৫- ٥	৭- ٧	৯- ٩
২- ٢	৪- ٤	৬- ٦	৮- ٨	০- ٠

উপরোক্ত পার্থক্যসমূহ ছাড়াও উভয় টাইপের মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য আছে যেগুলো খুব জটিল বা বড় কোনো পার্থক্য নয় যেমন, **সৌদি আরব টাইপে** রুকু চিহ্নসহ বেশ কয়েকটি অয়াকফ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি, ৩০ পারা'র একেক পারা'কে ২ অংশে ভাগ করে গঠন করা হয়েছে **৬০টি 'হিজব'** আবার একেক হিজব'কে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, অন্যদিকে নূরানী কুরআনকে ৫৪০ রুকু, ৩০ পারা ও ৭ মঞ্জিলে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া উভয় টাইপ কুরআনের মধ্যে আর তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

অনুশীলন

উপরে যে ১০টি পার্থক্য আলোচনা করা হলো সুত্র হিসাবে সেগুলোর রং চিহ্নিত নাম্বার উল্লেখ পূর্বক নীচে সৌদি আরব টাইপ কুরআন থেকে কিছু আয়াত দেয়া হলো। পার্থক্যগুলো বুঝে পড়ার চেষ্টা করুন। কোনোটি বুঝতে না পারলে **দেখুন সেটা'র রং কত নাম্বার পার্থক্যের**, তারপর সে অনুযায়ী উপরের আলোচনা থেকে সেই নাম্বারের পার্থক্যটি পুনরায় পড়ে নিন।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ١ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَ
ا ٱلۡبَلَدِ ٢ وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ ٣ لَقَدۡ
خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ ٤ أَيَحۡسَبُ
أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أَحَدٞ ٥ يَقُولُ أَ
هۡلَكۡتُ مَالٗا لُّبَدًا ٦ أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ
يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ٧ أَلَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ عَيۡنَيۡنِ ٨

পার্থক্য নং

🟥 ০২
🟩 ০৩
🟦 ০৪
🟨 ০৫
🟪 ০৬

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ⑨ وَهَدَيْنَٰهُ

ٱلنَّجْدَيْنِ ⑩ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ⑪

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ⑫ فَكُّ رَقَبَةٍ ⑬

أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ⑭ يَتِيمًا

ذَا مَقْرَبَةٍ ⑮ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ⑯

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟

بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ⑰

أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ⑱

🟪 ০৭

🟩 ০৮

৪ আলিফ ~ মাদ

MiM19
.com

নামাজে যা কিছু পড়তে হয়

নামাজের তাকবীর, তাসবীহ, সূরা কিরাত মূল আরবী লিখা দেখে মুখস্ত করা উচিৎ কারণ **বাংলা ভাষায় একশত ভাগ বিশুদ্ধ করে আরবী অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ ও মাদ লিখা সম্ভব হয় না**। তার মানে আমরা বাংলাতে যেসব সূরা কিরাত মুখস্ত করেছি তার **অধিকাংশই ভুল**। এজন্য সবার উচিৎ আরবী অক্ষরগুলো চিনে, উচ্চারণের নিয়ম জেনে আরবী দেখে মুখস্ত করা, যদি আরবী কোনটা কোন অক্ষর সন্দেহ থাকে তাহলে প্রথম কয়েকবার পড়ার সময় বাংলা উচ্চারণকে সহায়ক হিসাবে নেয়া যেতে পারে তারপর আরবী দেখে মুখস্ত করা উচিৎ।

পূর্ণাঙ্গ একটি নামাজে যা কিছু পড়তে হয় এখানে তা মূল আরবীর সাথে বাংলা উচ্চারণ যথাসম্ভব সহিহভাবে উল্লেখ করা হলো। **শুধুমাত্র অনুশীলনের জন্যে**। পড়ার সময় লক্ষ্য রাখবেন কোন রং দিয়ে কোন তাজবীদ বোঝানো হয়েছে।

নীল রং দিয়ে মাদ বা টেনে পড়া,
সবুজ রং দিয়ে গুন্না,
গোলাপী রং দিয়ে আরজি সাকিন যেখানে অবশ্যই দম ছেড়ে দিতে হবে,
ড্যাশ (-) দিয়ে কয় আলিফ টানতে হবে এবং
আ’ এর উপর কমা দিয়ে আঈন এর উচ্চারণ বোঝানো হয়েছে।

তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্ল-হু আক্‌বার্

সানা

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

সুবহা-না কাল্ল-হুম্-মা অবিহামদিকা অতাবা-রকাসমুকা

وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰـهَ غَيْرُكَ ○

অতাআ’-লা- জাদ্দুকা অলা--- ইলা-হা গইরুক্

আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

আউ-জু বিল্লা-হি মিনাশ্‌শাইত্ব-নির রজী---ম্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহি---ম্

রুকুর তাসবীহ

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

সুবহা-না রব্বিয়াল আ’জ্বী---ম

রুকু থেকে উঠার তাসমীহ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

সামি আ’ল্ল-হু লিমান হামিদাহ্

রুকু থেকে উঠার পরের তাহমীদ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

রব্বানা- অলাকাল হামদ্

সিজদার তাসবীহ

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

সুবহা-না রব্বিয়াল আ’লা-

দুই সিজদার মধ্যের দোয়া

رَبِّيْ اغْفِرْ لِيْ

রব্বিগ্ ফির লি-

আত্তাহিয়্যাতু

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

আয়াতের শেষে গোল চিহ্ন গুলোতে আরজি সাকিন করে দম ছেড়ে দিতে হবে যা গোলাপী রং দিয়ে বোঝানো হয়েছে এবং আঈন, স, জ এর ক্ষেত্রে আরবী কোন অক্ষর আছে সেসব অক্ষরের মাখরাজ ঠিক রেখে উচ্চারণ করতে হবে, এজন্য ২য় ধাপ মাখরাজ পরিচিতি দেখুন।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ -

আত্তাহিই য়্যা-তু লিল্লা-হি অষ্‌ষলাঅ-তু অত্বত্বইয়িবা---ত -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

আস্‌সালা-মু আলাইকা আই ইউহান-নাবিই ইউ অ রহমাতুল্ল-হি

وَبَرَكَاتُهٗ - اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَا

অবারকা-তুহ্ - আস্‌সালা-মু আ’লাইনা- অ আ’লা- ঈবা-

دِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

দিল্লা-হিষষ-লিহি---ন্ - আশহাদু আল্লা--- ইলা-হা

اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

ইল্লাল্ল-হু অ আশহাদু আন্-না মুহাম্-মাদান

عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ○

আ’ব্‌দুহু- অ রসু-লুহ্

অর্থঃ মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহ’র জন্য। হে নবী, আপনার উপর শান্তি, রহমত, বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ’র সৎ কর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ’র বান্দা ও রসূল।

দরুদ শরীফ

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

আল্ল-হুম্-মা ষল্লি আ’লা- মুহাম্-মাদিঁও- অ আ’লা--- আ-লি

مُحَمَّدٍ ○ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

মুহাম্-মাদ্ ○ কামা- ষল্লাইতা আ’লা--- ইব্‌র-হি-মা

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

অআ’লা-- আ-লি ইব্‌র-হি-মা ইন্-নাকা হামি-দুম- মাজি---দ্ ○

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

আল্ল-হুম্-মা বা-রিক্ আ’লা- মুহাম্-মাদিঁও- অ আ’লা--- আ-লি

مُحَمَّدٍ ○ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى

মুহাম্-মাদ্ ○ কামা- বা-রক্‌তা আ’লা--- ইব্‌র-হি-মা অ আ’লা---

اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

আ-লি ইব্‌র-হি-মা ইন্-নাকা হামি-দুম- মাজি---দ্ ○

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। যেভাবে ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চই আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত দান করুন। যেভাবে ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চই আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

দোয়া মাসুরা

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

দোয়া মাসুরা’য় **যে কোন দোয়া পড়া যায়**। নীচের দোয়াটি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজে পড়তেন এবং অন্যদেরও পড়তে উৎসাহিত করেছেন (সহিহ বুখারী ৮৩২, ১৩৭৭)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ○

আল্ল-হুম্-মা ইন্-নি- আউ-জু বিকা মিন আজ্বা-বি জাহান্-নাম্।

وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ○

অ আউ-জু বিকা মিন আজ্বা-বিল ক্ববর্।

وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ○

অ আউ-জু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসি-হিদ দাজ্জা-ল।

وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ ○

অ আউ-জু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌ইয়া- অ ফিত্‌নাতিল মামা-ত্।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ○

আল্ল-হুম্-মা ইন্-নি- আউ-জু বিকা মিনাল মাত্‌ স্বামি অলমাগরম্।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে। হে আল্লাহ, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি গুনাহ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে।

সালাম

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ

আস্‌সালা-মু আ’লাইকুম অ রহ্‌মাতুল্ল-হ্

নামাজ শেষে — সালাম ফিরানোর পরের সুন্নাত

সালাম ফিরানোর পর **রসুলুল্লাহ (সাঃ)** এবং **সাহাবীগণ (রাঃ)** উপরের তাকবীরটি একবার পড়তেন।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্ল-হু আক্‌বার্

আর ডান পাশের **ইস্তিগফারটি** তিন বার পড়তেন।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

আসতাগ্‌ফিরুল্ল-হ্

আর একবার নীচের **দোয়াটি** পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

আল্ল-হুম্-মা আং-তাস সালা-মু অমিং-কাস সালা-মু

تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

তাবা-রক্‌তা ইয়া- জ্বালজালা-লি অল ইকর-ম

অর্থঃ হে আল্লাহ, তুমি শান্তিময় আর তোমার দিক থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয় তুমি বরকত দান কর হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।

MiMi9.com